লন্ডনে মুসলিমদের উপর অ্যাসিড হামলার হুমকি চিঠি

লন্ডন, ৩০ আগস্ট : ফের হুমকি দিয়ে চিঠি। যে চিঠির জেরে আপাতত দুশ্চিন্তার ভাঁজ ব্রিটেন পুলিশবাহিনীর কপালে। জানা গিয়েছে, ব্রিটেনের ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারের মুসলিম বাসিন্দাদের উপর অ্যাসিড হামলার হুমকি দিয়ে ওই চিঠি পাঠানো হয়েছে। পুলিশকে ওই চিঠিতে উদ্দেশ করে বলা হয়েছে, ব্রিটেনে বসবাসকারী মুসলিম নাগরিকদের উপর খুব শীঘ্রই অ্যাসিড হামলার জন্য প্রশাসন যেন তৈরি থাকে। এই হুমকিতে ব্রিটেন পুলিশের পক্ষ থেকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ভাবনা-চিন্তা করা হয়েছে। এমনকী ওয়েস্ট ইয়র্কশায়ারে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি।

অতি সম্প্রতি লন্ডন এবং ম্যাঞ্চেস্টারে সাম্প্রতিক সন্ত্রাস হামলাকে কেন্দ্র করে ব্রিটেনে মুসলিমদের বিরুদ্ধে অপরাধ তৎপরতা যখন ক্রমেই বেড়ে চলেছে, তখনই দেওয়া হল এমন চিঠি। শুধু তাই নয়, এই চিঠিতে মুসলিম মহিলাদের বোর্খা পরার যৌক্তিকতা নিয়েও তোলা হয়েছে প্রশ্ন। ব্রিটিশ পুলিশের সূত্র জানাচ্ছে, ২০১২ সাল থেকে ২০১৬-১৭ সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে অ্যাসিড হামলার অভিযোগ দ্বিগুণ আকারে নথিভুক্ত হয়েছে। এই হামলার বেশিরভাগ ঘটনাই ঘটেছে লন্ডনে। ব্রিটেনে যদিও অ্যাসিড কেনাবেচা আইনসিদ্ধ। তবুও এই ধরনের হুমকি চিঠিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে লন্ডন পুলিশ।

বিআরডি'তে আগস্ট মাসে শিশু মৃত্যুর সংখ্যা ২৯০ : সূত্র

লখনউ, ৩০ আগস্ট : ফের সংবাদের শিরোনামে গোরক্ষপুরের বাবা রাঘব দাস মেডিক্যাল কলেজ। গোটা আগস্ট মাস জুড়ে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ২৯০ জন শিশুর। একটি সরকারি সূত্র এই তথ্য উল্লেখ করেছে। পাঁচদিনে ৭০ জনেরও বেশি শিশু এনসেফেলাইটিসে মৃত্যুর কারণে খবরের শিরোনামে উঠে আসে এই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালটি। উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকেও ছেড়ে কথা বলেননি বিরোধীরা। পরিস্থিতি এমনই পর্যায় পৌঁছায় যে, শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকেও দুঃখপ্রকাশ করতে হয়। তড়িঘড়ি পদত্যাগ করতে বলা হয় ওই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষকে। কোনওমতে পরিস্থিতি সামাল দিলেও এই হাসপাতালটি যে ক্রমশই শিশুমৃত্যুর আঁতুড়ঘর হয়ে উঠছে, পরিসংখ্যান থেকে তা স্পষ্ট। ওই সূত্র উল্লেখ করছে, গোটা আগস্ট মাসে ওই হাসপাতালে ২১৩ জন শিশুর মৃত্যুর হয়েছে নিওনেটাল আইসিইউতে। ৭৭টি শিশু মারা গেছে এনসেফেলাইটিস ওয়ার্ডে। শুধু তাই নয়, জানুয়ারি থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত হিসাব ধরলে মৃত্যুর ঘটনা ১,২৫০। এর মধ্যে এনসেফেলাইটিসে শিশুমৃত্যুর ঘটনা সবথেকে বেশি। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী, ৩৭টি শিশু মারা গিয়েছে আগস্ট মাসের ২৭ ও ২৮ তারিখের মধ্যে। এর মধ্যে ২৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে নিওনেটাল আইসিইউতে, ১১টি শিশু মারা গিয়েছে এনসেফেলাইটিস ওয়ার্ডে। জানুয়ারি মাস থেকে এই হিসাব ধরলে দেখা যাচ্ছে, ১৫২টি শিশুর মধ্যে ১৪৩টিরই মৃত্যু হয়েছে নিওনেটাল বা শিশুদের আইসিইউতে। ফেব্রুয়ারি মাসে এই মৃত্যুর সংখ্যা ১২২, মার্চ মাসে ১৫৯, এপ্রিল মাসে ১২৩, মে মাসে ১৩৯, জুন মাসে ১৩৭, জুলাই মাসে ১২৮।

পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, স্বয়ং হাসপাতালের অধ্যক্ষকে বিবৃতি দিতে হয়েছে কীভাবে সংক্রমণ ছড়িয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। তবে পাশাপাশি এমনও সাফাই দিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, যে শিশুরা মারা গিয়েছে তারা অনেকেই জন্মকালীন কম ওজন, জন্ডিস, নিউমোনিয়া, এনসেফেলাইটিসের মতো সংক্রমণ ব্যাধি নিয়ে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় ডিআরডি হাসপাতালে এসেছিল। চিকিৎসকদের প্রভূত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়নি। যদিও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের এই যুক্তি মানতে রাজি নন বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা। তাদের মতে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের অপদার্থতার কারণে মৃত্যুকূপে পরিণত হয়েছে বাবা রাঘবদাস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।

অস্ট্রেলিয়াকে টেস্টে হারিয়ে ইতিহাসে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩০ আগস্ট : অস্ট্রেলিয়াকে সিরিজের প্রথম টেস্টে ২০ রানে হারিয়ে দিল বাংলাদেশ। এই প্রথম অজি ব্রিগেডকে ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফরম্যাটে হারাল তামিম-সাকিবরা। সাড়ে চারদিনেই টেস্ট জিতে নিল বাংলাদেশ। প্রথম ইনিংসে তাদের করা ২৬০ রানের জবাবে ২১৭ রানেই গুটিয়ে যায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ইনিংসে ২২১ রানে শেষ হয়ে যায় বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ। কিন্তু ২৬৫ রান তাড়া করতে নেমে ২৪৪ রানেই শেষ অজিদের যাবতীয় জারিজুরি। ম্যাচে ১০ উইকেট নিয়ে এবং ৮৯ রান করে সেরা খেলোয়াড় হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন সাকিব। ঐতিহাসিক টেস্ট জয়ের জন্য সারা ক্রিকেট বিশ্ব অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশকে।

অবিরাম বৃষ্টিতে বাণিজ্যিক রাজধানী মুম্বইয়ে জীবনযাত্রা অচল, মৃত অন্তত ৭

মুম্বই, ৩০ আগস্ট : প্রায় ৪৮ ঘণ্টা ধরে একটানা বৃষ্টিতে মুম্বইয়ের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। মুম্বই শহর সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন এলাকার বহু বাড়ি ও গাড়ি জলের তলায়। অফিসকুঠিতে অনেকেই পৌঁছতে পারেনি। অবস্থা হাতের বাইরে বলে রাজ্য সরকার মুম্বইয়ের সমস্ত সরকারি অফিসে দু'দিনের ছুটি ঘোষণা করেছে। জলমগ্ন মুম্বইয়ের স্কুল-কলেজে যেতে পারেনি ছাত্রছাত্রীরা। বাজার-দোকান বন্ধ। বহু জায়গায় দোকানপাট জলে তলিয়ে গিয়েছে। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ছিল ২৯৮ মিলিমিটার। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসের পর এমন ভয়ংকর বৃষ্টি হয়নি। তবে ২০০৫ সালের ২৬ জুলাই মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মুম্বই শহর কার্যত বিপন্ন হয়ে পড়ে। মৌসম ভবন জানিয়েছে, মুম্বইয়ে বৃষ্টিপাত তাদের পূর্বাভাসের চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে। সারাদিন সূর্যদেবের মুখ দেখা যায়নি। এর ওপর সাগরে জোয়ারের জল উঠে এসেছে তীরবর্তী এলাকায়। বৃষ্টিতে এ পর্যন্ত দুই শিশু সহ তিনজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। ভিকরোলি এলাকায় কয়েকটি বাড়ি ভেঙে পড়েছে। বুধবার কার্যত সারা শহর এবং শহরতলিতে ছিল ছুটির দিন। মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ মানুষজনের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন, জরুরি অবস্থা ছাড়া কেউ যেন বাড়ির বাইরে না বের হন।

মুম্বইতে জলবন্দি ঘরে বিপর্যয়ের মধ্যেও খামতি নেই গণেশ আরাধনার।

এদিকে বানভাসি মুম্বইয়ের অবস্থা সামাল দিতে বৃহন্মুম্বই (বিএমসি)-এর ভূমিকার প্রশংসা করেছে এনডিএ শরিক শিবসেনা। বিএমসি পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে বিজেপি। শিবসেনা তাদের মুখপত্র সামনায় সম্পাদকীয়তে বিএমসির পদক্ষেপের প্রশংসা করে বলেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় বিএমসি অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এমন প্রবল বর্ষণের পর কোনও বড়সড় ঘটনা ঘটেনি। এই খবর লেখার সময় পর্যন্ত জানা যায়, মুম্বইয়ের শহর ও শহরতলির অধিকাংশ ট্রেন চলাচল বন্ধ আছে। বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার বাস চলাচলও। গাড়ি প্রায় জলের ডুবে যাওয়ার উপক্রম। নিরুপায় হয়ে কিছু মানুষ জলের মধ্যে সাঁতরে কোনওভাবে বাড়ি ফিরছেন।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মহারাষ্ট্রের দহিসর, কান্দিবিলি, মালার এবং দাদার এলাকায় জলের তোড়ে চারজন ভেসে গিয়েছে, দু'জন ভেসে গিয়েছে নালার মধ্যে। জানা যায়, গণেশদেবের বিসর্জন দেখতে এসে এরা জলের তোড়ে তলিয়ে যায়। এছাড়া শহরতলি এলাকায় আসাল্ফা গ্রামে বিদ্যুৎ ভবনের বাড়ি ভেঙে মারা গিয়েছেন রামেশ্বর তেওয়ারি নামে এক ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রী ও কন্যা গুরুতর আহত হয়েছেন।

রাজ্যের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কর্তৃপক্ষ এদিন জানায়, ধীরে ধীরে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমছে। তবে মৌসম ভবন জানিয়েছে, ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে শহর জুড়ে। পরিস্থিতি সামাল দিতে নৌবাহিনীকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়া প্রস্তুত রাখা হয়েছে হেলিকপ্টারও। রাজ্য সরকারের নির্দেশে ডুবুরিদেরও সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

রাজস্থানে ৮ মাসে সোয়াইন ফ্লু'তে মৃত ৮৬

জয়পুর, ৩০ আগস্ট : বিজেপি শাসিত উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুরের পর আরও এক দুঃসংবাদ এল রাজস্থান থেকে। এই রাজ্যটিতেও শাসন ক্ষমতায় বিজেপি। সরকারি সূত্রে জানা যায়, চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই রাজ্যে সোয়াইন ফ্লু'তে ৮৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচজন রাজ্যের বাইরের বাসিন্দা। এমনকী পরিস্থিতি এত ঘোরালো হয় যে, ধীরওয়াড়া জেলার মণ্ডলগড়ে বিজেপি বিধায়ক কীর্তি কুমারী সোয়াইন ফ্লু'তে আক্রান্ত হন। এ পর্যন্ত রাজ্য সরকার ৩,৪৪০টি নমুনা পরীক্ষা করেছে। তার মধ্যে ৯১০টি পজিটিভ বলে জানা যায়। রাজ্যের নোডাল অফিসার ডাঃ আদিত্য আত্রেয়া বলেছেন, রাজস্থানের জলবায়ু প্রতিকূল হওয়া সত্ত্বেও সোয়াইন ফ্লু'র ভাইরাস সক্রিয়। চলতি বছরের মার্চ মাস পর্যন্ত সোয়াইন ফ্লু'তে রাজস্থানে মৃত্যু হয়েছে পাঁচজনের। এর মধ্যে আক্রান্তের সংখ্যা বেশি জয়পুরে। সারা রাজ্যে মোট সোয়াইন ফ্লু'তে মৃত্যুর সংখ্যা ২১, কোটায় মৃত্যু হয়েছে ১০ জনের। এ কথা জানিয়েছেন নোডাল অফিসার ডাঃ আদিত্য আত্রেয়া। তিনি বলেন, সোয়াইন ফ্লু'র ভাইরাস রাজস্থানের মতো জায়গায় কীভাবে সক্রিয় হল, সে নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালাচ্ছেন। গোটা ঘটনায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য দফতরেও এ ব্যাপারে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠানো হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা যায়। সূত্রটি জানায়, এত মানুষ একসঙ্গে সোয়াইন ফ্লু'তে আক্রান্ত হওয়ায় চিকিৎসা সমস্যা দেখা দেয়। হাসপাতালগুলিতে সকলের চিকিৎসা একসঙ্গে করা সম্ভব হয়নি। তবে বিভিন্ন হাসপাতালের চিকিৎসকরা মানুষের জীবনরক্ষায় এগিয়ে এসেছেন। রাজ্য সরকার এই ঘটনায় অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জানা যায়, দিল্লি থেকে স্বাস্থ্য দফতরের প্রতিনিধি দল রাজস্থান সফরে আসছে সোয়াইন ফ্লু'র ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে। এদিকে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর এবং রাজস্থানের জয়পুর সহ বিস্তীর্ণ অঞ্চল শিশু মৃত্যু এবং সোয়াইন ফ্লু'তে মৃত্যুর ঘটনায় দুই বিজেপি সরকার অস্বস্তিতে। বিরোধীরা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করেছে। তারা বলেছেন, রাজ্য সরকার মানুষের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং চিকিৎসা পরিষেবায় অবহেলা করার জন্যই একদিকে গোরক্ষপুরে শিশু মৃত্যু, অন্যদিকে জয়পুর সহ রাজস্থানের বিভিন্ন অঞ্চলে সোয়াইন ফ্লু'তে মৃত্যুর মতো দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ঘটেছে। তারা এর তদন্ত দাবি করেছেন।

রাজৌরিতে ফের পাক হানা

পাল্টা আক্রমণ ভারতীয় জওয়ানদের

শ্রীনগর, ৩০ আগস্ট : কয়েক সপ্তাহ শান্তিতে কাটার পর বুধবার ফের জম্মু-কাশ্মীরের রাজৌরি জেলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর ফরওয়ার্ড পোস্টে এবং গ্রামাঞ্চলের সাধারণ মানুষের উপর পাক সেনা হামলা চালায়। নিয়ন্ত্রণরেখা সুরক্ষায় নিযুক্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী সঙ্গে সঙ্গে পাক সেনাকে পাল্টা জবাব দেয়। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত হতাহতের কোনও খবর সরকারিভাবে পাওয়া যায়নি।

ইতিমধ্যেই জেলার নৌসেরা এলাকায় পাকিস্তানিরা হামলা চালানোর পর বহু মানুষ এলাকা ছেড়ে নিরাপদ স্থানে চলে যান। তারা সরকারি ত্রাণ শিবিরে রয়েছেন। এর আগে আন্তঃসীমান্তে গোলাগুলি চলার পর ওই অঞ্চলের বহু মানুষ গত জুলাই মাস থেকে ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। চলতি মাসের ১ তারিখ পর্যন্ত পাক সেনারা সীমান্ত এলাকার সব বিধি লঙ্ঘন করে ২৮৫ বার হামলা চালিয়েছে। গত ২৭ আগস্ট পাক সেনার গুলিবর্ষণে পুঞ্চ জেলার শাহপুরে পাঁচজন গুরুতর আহত হন। এরপর বেশ কয়েকদিন জম্মু-কাশ্মীরের এই সব অঞ্চলে শান্তি বিরাজ করছিল। কিন্তু এদিন আবার পাক সেনারা সকালে নিয়ন্ত্রণরেখা বরাবর অঞ্চলে হামলা চালায়।

নোট বাতিলে উদ্ধার হয়নি কালো টাকা

নয়াদিল্লি, ৩০ আগস্ট : **প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ৫০০ ও ১,০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত নিয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া যে রিপোর্ট দিয়েছে, তা প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল কেন্দ্রকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, মাত্র ১ শতাংশ পুরনো নোট ফেরেনি। আরবিআইয়ের বার্ষিক রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ১৫.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের নোট বাতিল হয়েছিল। এর মধ্যে ১৫.২৮ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের নোট ফিরে এসেছে। অর্থাৎ ৯৯ শতাংশ অর্থই জমা পড়েছে আরবিআইয়ের ভাঁড়ারে। ৬৩২.৬ কোটি হাজার টাকার নোটের মধ্যে ফিরে আসেনি মাত্র ৮.৯ কোটি নোট। গত বছর ৮ নভেম্বর নোট বন্দির সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সরকারের যুক্তি, অর্থ ব্যবস্থা থেকে কালো টাকা ও জাল নোট বের করে দিতেই এই সিদ্ধান্ত।**

আরবিআইয়ের বার্ষিক রিপোর্টকে সামনে রেখেই বিরোধীদের প্রশ্ন, কালো টাকার হদিশ কোথায়? ব্যর্থ হয়েছে নোট বাতিলের উদ্দেশ্য। এমনকী রাতারাতি এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তা আজও স্পষ্ট নয় বলে প্রশ্ন তুলছেন বিরোধী নেতারা। নোট বাতিল ইস্যুতে সরব হয়েছেন সাংসদ তথা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। তীব্র ভাষায় বিলগ্নীকরণ নীতিকে আক্রমণ করেছেন তিনি। বিরোধীদের প্রশ্ন, নোট বাতিলে ৯৯ শতাংশ টাকাই ফেরত এসেছে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়াতে। তাহলে নোট বাতিল করার উদ্দেশ্য কী করে সফল হয়। এমনকী বিরোধীরা এমনও প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে, নোট বাতিল করার ফলে ২১,০০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যে ফেরত এসেছে মাত্র ১৬,০০০ কোটি টাকা। তাহলে কী করে বিলগ্নীকরণ নীতির সুফল পেলেন দেশবাসী। আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে সরব বিরোধীরা।

টেক্সাসে হ্যারিকেন হার্ভের বলি ভারতীয় ছাত্র

টেক্সাস, ৩০ আগস্ট : টেক্সাসে আছড়ে পড়া ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড় হ্যারিকেন হার্ভের কবলে পড়ে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হল ২৪ বছর বয়সি ভারতীয় ছাত্র নিখিল ভাটিয়ার। টেক্সাসে এ অ্যান্ড এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন নিখিল। হার্ভে আছড়ে পড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে নিখিল ও তাঁর ভারতীয় বান্ধবী শালিনী সিং'কে স্থানীয় লেক ব্রায়ান থেকে উদ্ধার করেন স্থানীয় লোকজন। এরপরে হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও নিখিলের অবস্থা বরাবরই আশঙ্কাজনক ছিল বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। চিকিৎসায় খুব একটা সাড়া দিচ্ছিলেন না তিনি। শেষমেশ মার্কিন এবং ভারতীয় দূতাবাসের যৌথ উদ্যোগে সোমবারই টেক্সাসে এসে পৌঁছান নিখিলের মা। তবুও চিকিৎসকদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করে মঙ্গলবার মৃত্যু হয় ওই ভারতীয় ছাত্রের। এখনও পর্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে নিখিলের বান্ধবী শালিনী সিংয়ের।

ভারতীয় দূতাবাস সূত্রের খবর, টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ছাত্রটি জয়পুর থেকে মার্কিন মুলুকে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঘূর্ণিঝড় হার্ভে আছড়ে পড়ার খবর পাওয়ার পরেও কেন লেকের ধারে তারা গিয়েছিলেন, তা এখনও অজানা। যতক্ষণ না নিখিলের বান্ধবী শালিনী কিছুটা সুস্থ হচ্ছেন, ততক্ষণ এ বিষয়ে কোনও তথ্য পাওয়া সম্ভব নয় বলেই মনে করছে টেক্সাস পুলিশ। অন্যদিকে হিউস্টনে ভারতীয় দূতাবাস সূত্রে খবর, তারা প্রতি মিনিটে নিখিলের শারীরিক অবস্থার খবর রাখছিলেন। নিখিলের মা সুমন ভাটিয়া নিজেও একজন চিকিৎসক। ছেলের অন্তিমশয্যায় তিনি পাশে ছিলেন বলে ভারতীয় দূতাবাস সূত্রে খবর।

টেক্সাসে হ্যারিকেন হার্ভের দাপটে জলের তলায় মোটরযান।

এদিকে টেক্সাসের ভয়ংকর ঘূর্ণিঝড়ে কার্যত বিপর্যস্ত সেখানকার জনজীবন। ভয়ংকর হ্যারিকেন হার্ভের দাপটে সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যার ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এমনকী প্রবাসী ভারতীয়রা জানিয়েছেন, স্থানীয় লেক ও নদীগুলি থেকে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের কারণে কুমির এবং অন্যান্য জলজ জীবরা রাস্তায় উঠে আসছে। দীর্ঘ বছর টেক্সাসে বাস করলেও অনেকেই এই ভয়ংকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হননি বলে জানাচ্ছেন সেখানকার বাসিন্দারা।

অন্যদিকে হ্যারিকেন হার্ভের কবলে বিপর্যস্ত টেক্সাসের পরিস্থিতি দেখতে মার্কিন সময় অনুযায়ী মঙ্গলবার টেক্সাস গিয়ে পৌঁছন সস্ত্রীক ডোনাল্ড ট্রাম্প। ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন ট্রাম্প। আপাতত ঘূর্ণিঝড়ের কবলে বিধ্বস্ত বাসিন্দাদের নিরাপদে অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়ে চলেছে হার্ভের কবলে পড়ে মৃত্যুর সংখ্যাও।